তারিখ ...25 JUN 1995...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ঢাকা কমার্স কলেজ

অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যদি জানতে চাওয়া হয় রাজধানীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে বলা যায় ঢাকা কমার্স কলেজের কথা। সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে এ কলেজটিতে। অনেকটা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অনুসরণের চেষ্টা করছে কমার্স কলেজ। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শিক্ষা ও কর্মের মৌলিক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রণীত আইনের কাছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলে আবদ্ধ। মোট কথা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, হানাহানি ও ফাঁকিবাজির কোন সুযোগ নেই এখানে। সামান্য আইনভঙ্গ করলে তার উপর শাস্তি চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মতো।

আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়ে '৮৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কোন রকম সরকারী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বা একক ব্যক্তির অনুদান ছাড়া বিগত সাত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এ শিক্ষাঙ্গনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের একমাত্র বেসরকারী এ কমার্স কলেজের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। এ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি এন্ড বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'। এসএসসি পাসের পর এখানে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে সে সময়।'

'৮৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯ জন। বর্তমানে আইকম, বিকম ও অনার্স পর্যায়ে এক হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। এদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা ৩৩ জন। এখানে ভর্তির জন্য কোন নম্বর বেঁধে দেয়া হয় না। কলেজ কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত চেয়ার টেবিল। রোল নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের সেখানে বসা বাধ্যতামূলক। কোন ছাত্র ক্লাসে না এলে তার আসনটি খালি থাকে। এছাড়া প্রতি শ্রেণীকক্ষে অডিও ভিডিও'র মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। বর্তমান কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি ১৪ তলা বিশিষ্ট। এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বহুতল বিশিষ্ট এ ভবনে থাকবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ, শিক্ষকদের পৃথক পৃথক কক্ষ, ক্যাফেটরিয়া, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম

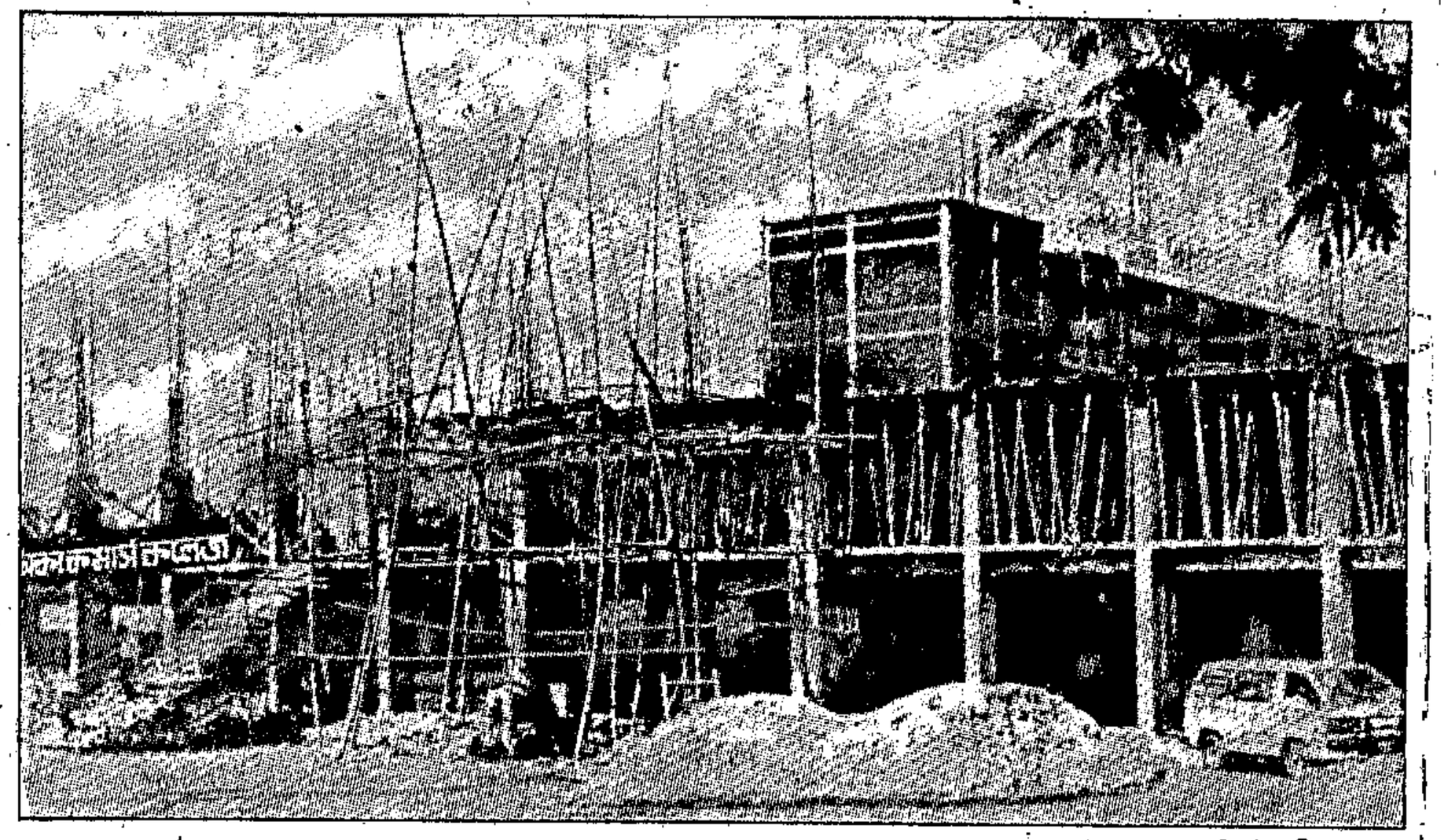

কমার্স কলেজের নির্মাণাধীন ভবন

পৃথক কমনরুম, জিমনেসিয়াম, স্টুডিও, ব্যাংক, অডিটরিয়াম প্রভৃতি। ইতোমধ্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের চার তলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শুধু বাইরের চাকচিক্য নয়, একাডেমিক ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান শীর্ষে। '৯১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে ৬১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও পনেরোতম স্থান দখলসহ ৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় যথাক্রমে ১৬ জন ও ২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে ৫শ' ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৪শ' ৭৪ জন। এদের মধ্যে ১ম; ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান দখলসহ প্রথম বিভাগে পাস করে ৩শ' ৬৬ জন।

কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। এ কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ও ব্যাজ লাগিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে হয়। ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষককে পরিধাণ করতে হয় সাদা এপ্রন। পাঠক্রম বিন্যাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাসে পাঠদান করেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বশেষে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ছাত্রছাত্রীদের বিভক্ত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকে।

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি। এর সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দীন আহমেদ। অধ্যাপক শামসুল হুদা ছিলেন কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজটিকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার পিছনে রয়েছে এই শিক্ষাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি জানান, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা। গতানুগতিক তাত্ত্বিক শিক্ষাদান, পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও প্রয়োগভিত্তিক পাঠদানের লক্ষ্যে কমার্স কলেজের জন্ম। তিনি আরও জানান, একটি আদর্শ কলেজের জন্য আদর্শ পরিবারের বিকল্প নেই। আমরা মনে করি, পুঁথিগত বিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ, প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানদানের জন্যই আমাদের এই পথ চলা।

কলেজ ক্যাম্পাসে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় ভূগোল বিভাগের তরুণ শিক্ষক বাহারউল্লাহ ভূঁইয়ার সঙ্গে। তিনি কলেজ ভবনের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে যান এ প্রতিবেদককে। কলেজের কোথাও কাগজের টুকরা ছিল না। দেয়াল ও মেঝে ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার। সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী থাকলেও শোনা গেল না কোন রকমের শোরগোল। সবাই যার যার দায়িত্বে ব্যস্ত। কলেজ পিছনে ফেলে রাস্তায় পা রেখে বুঝতে পারলাম—একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে বিশৃঙ্খল পরিবেশে এসে পড়েছি।